ভুল।

"All good lyrics must be reasonable as a whole, and yet in details a little unreasonable." *Goethe.*

ভুল।

(গীতি-কবিতাবলি।)

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

প্রণীত।

পিপেলস্ লাইব্রেরি।

১২৯৪ সাল।

রবিবার,

১০ই শ্রাবণ, ৯০ সাল।
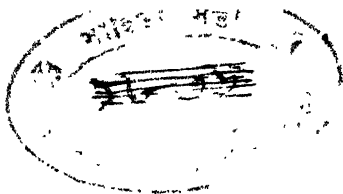
উপহার।

রবি,

এই জগতের দূরে—

যেন কোন্ মেঘ-পুরে,

তুমি আমি—দুই জনে বেড়াতাম খেলিয়া!

হাতেতে তুলিছে বাঁশী,

ঠোঁটে উছলিছে হাসি,

চারি দিক-পানে চেয়ে, চারি দিকে ভুলিয়া,

তুমি আমি—দুই জনে বেড়াতাম খেলিয়া।

ভুল।

পুঞ্জ পুঞ্জ তারা-ফুল,
সৌন্দর্য্য-কিরণাকুল,
চেয়ে র'ত মুখ-পানে, চারি দিকে ছাইয়া।
ইন্দ্রধনু পাখা মেলি,
কত মেঘ খেলি—খেলি,
লুটায়ে পড়িত পায়ে, ধীরে ধীরে গাইয়া।
চেয়ে র'ত মুখ-পানে, চারি দিকে ছাইয়া!

চমক-চাহনি-ভরা,
শিহরিত-কলেবরা,
সমুখেতে মন্দাকিনী কূলে কূলে উছলি,—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কত আশা,
কত ভুল, ভালবাসা,
এঁকে যেত, ভেঙে যেত, ফুটে কিছু না বলি!
—সমুখেতে মন্দাকিনী কূলে কূলে উছলি।

শীতল দখিণা বায়,
কূলে কূলে, কুঞ্জ-ছায়,
বিভলে ঘুমাত পড়ি, পরিমল আলসে।
কখন বাঁশীর স্বরে
কেঁদে কেঁদে যেত দূরে!
কখন আসিত কাছে, দুলে দুলে লালসে!
—বিভলে ঘুমাতে পড়ি, পরিমল আলসে।

ঝরিত' মন্দার-ফুল,
গাহিত বিহগ-কুল,
ফুল-মালা ল'য়ে করে বালিকারা আসিত;
হাসিয়া পরাতে এসে,
সরমে দাঁড়াত শেষে!
কেড়ে না পরিলে গলে, আঁখি-জলে ভাসিত!
যেতে যেতে—ফিরে যেতে, বালিকারা আসিত!

কুজ্‌ঝটি-দিগন্ত দূরে—
সুমেরু-কনক-চূড়ে,
ঘুম্‌ ঘুম্‌ দেহে উষা কত খেলা খেলিত!
চন্দ্রমা, কুমেরু-কোলে
পড়িতে পড়িতে ঢ'লে,
মেঘ ঢেকে, মেঘ খুলে, কত স্বপ্ন তুলিত!
ঘুম্‌ ঘুম্‌ দেহে উষা কত খেলা খেলিত।

আমরা, কল্পনা-ভরে
মেঘে বাঁধিতাম ঘরে,
কখন বা ধরা পরে থাকিতাম চাইয়া!
গ্রহ, উপগ্রহে কত,
গড়ি জন্ম-ভবিষ্যত,
কহিতাম কত কথা,—রহিব কি লইয়া!
নীল, পীত, ধূম্র, শীত—কত গ্রহে চাইয়া!

কখন বা ক্রীড়াচ্ছলে,
কল্পনা-মন্দার-তলে
হারাতাম পরস্পরে, পরস্পরে সাধিয়া !
এ ওর শুনিছে রব,
ওর এ বুঝিছে সব,
মিলিতে মেলে না পথ, শ্রান্ত হ'তে কাঁদিয়া
হারাতাম পরস্পরে, পরস্পরে সাধিয়া !

কভু, অভিমান খুঁজে,
কত ভেঙে, কত যুঝে,
নিরাশা-অলকা-জলে ডুবিতাম উভয়ে !
—চোখে চোখে চাওয়া-চাহি !
উচ্চ হাসি, নাওয়া-নাহি,
ভাসা মালা ধরাধরি, জড়াজড়ি সভয়ে
নিরাশা-অলকা-জলে ডুবে ডুবে উভয়ে !

কখন বা করি ভু..

তুলিতে প্রণয়-ফুল,

পদ্ম-বনে, ফুল-বনে ছাড়াছাড়ি দুজনে।

আবার, ফিরিয়া এসে

মিলন, কবিতা-শেষে !

অশ্রু-জল মোছামুছি পথ-ধারে বিজনে !

পদ্ম-বনে, ফুল-বনে ছাড়াছাড়ি দুজনে।

কভু, আঁখি-পানে এঁচে,

কে কি কথা চেপে গেছে—

জানিতে করিতে অনো ঘুমাইতে সাধনা !

জাগ্রতে যা সুধু খোঁজা,

স্বপনে তা যাবে বোঝা !

স্বপ্ন-অন্তে চাওয়া-চাহি সরমের বেদনা !

কভু আঁখি-পানে এঁচে, ঘুমাইতে সাধনা।

তার পর, কোন্ দিকে,—
মনেতে পড়ে না ঠিকে,
সময়ে- কল্পনা সত্যে গেছে এক হইয়া,
কোন্ এক বর্ষা-রাতে,
কি কবিতা ল'য়ে সাথে,
কি কাব্যে চলিয়া গেলে, কি নায়িকা পাইয়া !
সময়ে—কল্পনা সত্যে গেছে এক হইয়া।

একেলা—একেলা, হায়,
পড়িয়া কুটীর-ছায়,
একেলা আকাশ-পানে থাকিতাম চাহিয়া !
বৃষ্টি পড়ে ঝর্ ঝর্,
হুহুহু বায়ুর স্বর,
ছোটে নদী তর্ তর্, তরী যায় বহিয়া !
একেলা আকাশ-পানে থাকিতাম চাহিয়া।

হাসিতে আসে না হাসি,
সে খেয়ালে বাসাবাসি !
হৃদয়ে বাসনা নাই, কবিতায় কল্পনা !
সুরেতে বাজে না বাঁশী,
ফুলে নাই মধু-রাশি,
নিদ্রায় স্বপন নাই, জাগরণ যন্ত্রণা !
হৃদয়ে বাসনা নাই, কবিতায় কল্পনা।

রবি, শশি, তারা, ব্যোম,
শুক্র, শনি, বুধ, সোম,
ধূমকেতু মত খুঁজে—গ্রহে গ্রহে মরিয়া,
আজ, আহা, কত দূরে,
কত কল্প ফিরে-ঘুরে,
এক গ্রহে পৌঁছিয়াছি সুর-রেখা ধরিয়া !
ধূমকেতু মত খুঁজে—গ্রহে গ্রহে মরিয়া।

দেখিয়াছি মহাকাশে,
পরমাণু মহোল্লাসে
ব্রহ্মাণ্ড রেখেছে ছেয়ে, ছড়াইয়া আপনে।
দেখিতেছি এই দূরে—
কি সুর বাঁশীতে পূরে
সংসার রেখেছে ছেয়ে প্রেমে, গানে, স্বপনে!
জগত রেখেছে ছেয়ে, ছড়াইয়া আপনে!

তারার কিরণে তারা
কাঁপিছে অবশ-পারা!
মেঘের উপরে মেঘ পড়িতেছে ঘুমিয়া!
অলস তটিনী-কায়
মিশিছে সাগর-গায়!
সমীর মূর্চ্ছিত প্রায়, যূথিবন চুমিয়া!
মেঘের উপরে মেঘ পড়িতেছে ঘুমিয়া।

ভুল।

তবে, সখা, ধর 'ভুল' !

তটিনীর কুল্ কুল্

ছুটিছে তোমারি দিকে, এ যে পূর্ব্ব-বাহিনী

ধর এ কুসুম-বাস,

বনের নীরব শ্বাস,

অস্ফুট বিহগ গান, হৃদি-ভাঙা কাহিনী !

ছুটিছে তোমারি দিকে, এ যে পূর্ব্ব-বাহিনী

অচেনা জগত-বুকে,

অবরুদ্ধ সুখে-দুখে

কত ভুল করিয়াছি, কত ভুলে ভুলিয়া !

না ল'য়ে কিছুরি তত্ত্ব,

আপনার ভাবে মত্ত,

ফেলেছি, ঝটিকা মত, না জানি কি তুলিয়া !

রবি, এও কি হ'য়েছে ভুল, এত ভুলে ভুলিয়া ?

সূচী।

ভুল।

কেহ পরিবে না যদি মালা,

মিছে কেন কাঁদি ফুল তুলি।

কেহ শুনিবে না যদি গান,

মিছে দুখে আকুলি ব্যাকুলি।

মিছে কেন ফেলি দীর্ঘ শ্বাস,

পরে চেয়ে, হৃদি-খাতা খুলি।

কি এমন পারি না সহিতে ?

কি এমন পারি না বহিতে ?

ওগো,

তাই ভাবি—তাই ভাবি সদা,

কি ভুলেতে আছি আমি ভুলি !

উপক্রমণিকা।

নীরবে ওঠে যে ঢেউ, বুঝিতে চাহে না কেউ
সুস্থির হইয়া।
কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা, ভালবাসা ভাসা-ভাসা,
কাল-সিন্ধুগর্ভে যায় বৃথা তলাইয়া!

পরাণ ভাঙেনি যার, ক্ষুদ্র সুখ দুখ তার,
ক্ষুদ্র তার কাছে।
যে আছে জ্যোস্নায় ভুলে, ক্ষুদ্র তারা, ক্ষুদ্র ফুলে,
কি ক'রে বুঝাব তারে, কি জগত আছে!

কে বুঝিবে?—প্রাণে যার দিনরাত অনিবার
বিঁধিতেছে সূচি।
নাহি যার দীর্ঘ শ্বাস, অশ্রুজল, হা-হুতাশ,
কে বুঝিবে কথা তার, মন-ভাঙা কুচি!

বিন্দু বিন্দু বারি-ঘায় পাষাণ ভাঙিয়া যায়,
এ কথা ত মান'।
ল'য়ে রূপ তিল তিল, বিশ্বকর্ম্মা নিরমিল
তিলোত্তমা, জান'।

অনু পরমাণু ল'য়ে ঘুরিছে বিব্রত হ'য়ে
ব্রহ্মাণ্ড মহান্!
ল'য়ে পল বিন্দু বিন্দু ছুটে কাল-মহাসিন্ধু,
কি ভীম তুফান!

বুঝিবে না তবে, ধীর, এ হৃদয়-বাসুকীর
প্রাণান্তক ভার?
অনু-পরমাণু-আশা, মোহ, ভুল, ভালবাসা,
প্রসারিছে—সঙ্কোচিছে যেথা অনিবার!

উপহার।

দিয়াছিনু পাঠায়ে প্রভাতে
প্রফুল্ল গোলাপ।
বুঝ নাই কি অর্থ তাহাতে ?
—প্রণয়-প্রলাপ !

তখন হৃদয়ে ছিল উদ্দাম কল্পনা,
প্রাণ-ভরা আশা।
চেয়েছিনু তোমার কাছেতে, লো ললনা,
জগত-ভুলান ভালবাসা !

সন্ধ্যায় দিলাম উপহার,

বিষণ্ণ কমল।

বুঝিবে কি, কি অর্থ তাহার?

—ঘুচেছে সকল!

বড় শ্রান্ত, বড় ক্লান্ত হৃদয় আমার,

ঘুমাইতে চায়!

শেষ হ'য়ে আসে দিন, এস একবার,

আছি আর দণ্ড-দুই, হায়!

জগতে।

সেথা হায় কে বুঝিবে বল্,
যেথায় সকলি কোলাহল!
লুকায়ে, সভয়ে কত যে, প্রেম—মন্ত্রের মত.
জপিতেছে নিশ্বাসে কেবল!
সেথা তারে কে বুঝিবে বল্,
দেখি দুটি নয়ন সজল!

সেথা হায় কে বুঝিবে বল,
যেথায় সকলি কোলাহল!
নীরবে ভাঙিছে বুক, ভালবাসা-বিষমুখ
ঢালিতেছে নীরবে গরল!
সেথা তারে কে বুঝিবে বল,
দেখি দুটি নয়ন সজল!
করেতে লেখনী নাই, মাথায় কিরীট নাই,
সেথা তারে কে বুঝিবে বল,
যেথায় সকলি কোলাহল!

গান মোর।

গান মোর নাহি যায় বুঝা,
বলুক ; ব'লো না তুমি—তুমি !
কে ক'রেছে জীবন অবুঝা,
অবুঝা সংসার, ধরাভূমি ?

সুরে মোর গরল-নিশ্বাস,
বলুক ; ব'লো না গরবিনি !
হৃদয় কে জড়ায়ে র'য়েছে ?
তুমি তুমি বিষাক্ত সর্পিণি !

বসন্তে।

গাছে গাছে ফুটিতেছে ফুল,
ডালে ডালে ডাকিতেছে পাখী
শীতের কুয়াসা, নিৰ্জ্জীবতা
আমারি হৃদয়ে মাখামাখি!

কেন এত ফুটিতেছে ফুল?—
যারে দিনু ফুল-উপহার,
কাঁটা-গুলি বিঁধে রেখে প্রাণে
ল'য়ে গেছে বাস-টুকু তার!

ভুল।

কেন এত ডাকিতেছে পাখী ? —
শুনাতে গেলাম যারে বাঁশী,
না করিতে দুখের আলাপ,
সে আমার চ'লে গেছে হাসি !

কারে আর কি দেবার আছে,
কারে আর কি দিতে বা ডাকি ?
কেন এত ফুটিতেছে ফুল,
কেন এত ডাকিতেছে পাখী !

নিরভিমান।

সারা রাত ভিজেছে শিশিরে,
পর-আশে ব'সে ব'সে ফুল ;
অপরে শুনাতে গান, পাখী
সারা দিন হ'য়েছে আকুল ;

ধীরে ধীরে নিবে যায় তারা,
পর-পানে চেয়ে সারা রাত ;—
হা অভাগা, অভিমান-হারা !
চ'লিয়াছ কেন পর-সাথ ?

কোন্ দোষে ?

যাও তুমি চলিয়া যখন,
পাশ দিয়া, ধীরে, হেলে দুলে ;
উথলি উছলি ওঠে মন,
পিছনে পিছনে যাই ভুলে ।

চাও তুমি অম[illegible]
চাহনি কঠো[illegible]
সারা দিনে পাই[illegible]
আঁখি রাঙা, দেখে কোন্ দোষে ?

তার ভালবাসা ।

ভাল সে ত বাসে না আমায়,
  ভালবাসা তার ত চাই না।
দিনান্তেও একবার কেন,
  তার মুখ দেখিতে পাই না !

মুখ তার দেখিলে যখন,
  [illegible] হ'য়ে যাই ;
ভা[illegible]র ভালবাসা;
  পেলে আমি বাঁচিব কি ছাই !

তার কথা।

সংসারের আপদে বিপদে
ভাবি যবে মঙ্গল মরণ,
কোথা হ'তে তার কথা এসে
দিয়ে যায় জীবনে যতন !
আছে যবে স্মৃতি,
বাঁচিব গো স'য়ে।

সংসারের আনন্দে সম্পদে
ভুলে থাকি [illegible]
কোথা হ'তে [illegible]
ব'লে যায় মঙ্গল মরণ !
কোথায় বিস্মৃতি !
রহিব কি ল'য়ে ?

ফুলে।

আঁখি তার—প্রভাত নলিন;
  বসোরার গোলাপ, কপোল;
দেহ তার—শিরীষ-কুসুম;
  নব সষ্প তার সে নিচোল।
মন তার?—ব'লো না আমারে,
[illegible] চাক ফুল-ভারে!

আর।

একটি ক'য়ো না কথা আর,
একটি চুম্বন শুধু দাও।
কথা ভাল বুঝিতে পারি না,
নীরবে চলিয়া তুমি যাও।

প্রণয়ের আশ্বাস বচ[illegible]
সে কেবল মেঘে[illegible]
খোলা আঁখি, রবে [illegible]
শূন্য-পানে আর সন্ধ্যাবেলা ?

তুমি।

আমার পিপাসা-অশ্রুজলে,
  কত ফুল প'ড়েছে ঝরিয়া।
আমার অতৃপ্ত-দীর্ঘশ্বাসে,
  [illegible] গিয়াছে মরিয়া।

তু[illegible]কি!—টুণ্টুক!
  কেন তুমি এসেছ এখানে?
করিতে কি দণ্ড-দুই লীলা,
  অশ্রুজলে, দীর্ঘশ্বাসে, গানে?

হতাশ।

কবি ভালবাসে দুখ,

চাহে বাজাইতে বাঁশী।

গৃহী ভালবাসে সুখ,

চাহে দেখাইতে হাসি।

নারী ভালবাসে ফুল,

চাহে দেখাইতে রূপ।

কিরীট, পতাকা, [illegible]

চাহে দে[illegible]

সবে মত্ত আপনা[illegible]

জানাতে জগতী-তলে।

হতাশ(ই) কেবল চায়

লুকাতে নয়ন-জলে!

পথে।

যেন কি চমকে ত্রাসে চেয়ে গেল রে!
মধুর সেফালি-বাসে ছেয়ে গেল রে!
একটি গ্রামের কথা,
ধীরে—ধীরে, অতি ধীরে,
সমীর, গ্রামের ধারে গেয়ে গেল রে!
গভীর বরষা-রাতে,
মেঘেদের ফাঁক দিয়ে
জগতের পানে চাঁদ চেয়ে গেল রে!
[illegible] প্রায়-ভোরে,
[illegible] যেন,
ধরি ধরি [illegible] বেয়ে গেল রে!
একটি অবশ সুখ,
একটি অলস দুখ,
একটি স্বপন, প্রাণ পেয়ে গেল রে!

প্রত্যহ।

চাহিয়া ঊষার পানে বলি গো হাসিয়া,
স্বপন সফল হবে আজ !
আশায় বাঁধিয়া বুক থাকি গো বসিয়া,
সারা দিন—স্তব্ধ গৃহমাঝ।
ফুরায় না তারি গৃহ-কাজ ?

সন্ধ্যায় নিশ্বাস ফেলি, [illegible]ল !—
কেমন নিঠুর-[illegible]
চাহিয়া আকাশ-পানে, নয়ন নিশ্চল,
সারা রাত—ঝরে অশ্রুবারি।
অবসর নাই কি তাহারি ?

যদি।

প্রেম যদি হইত কুসুম,
  হাতে তার দিতাম তুলিয়া!
হয় ত সে বুকেতে রাখিত
  প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভাবিয়া।

দুখ যদি হইত সমীর,
  কাঁদিত তাহারে ঘুরি—ঘুরি।
[illegible] ঘুমায়ে পড়িত,
  [illegible]মন করি চুরি!

হবে [illegible] গো কিছুই—কিছুই!
  এ কেবল কল্পনার খেলা।
ভাঙিতেছে, গড়িতেছে কত,
  মোরে হায় পাইয়া একেলা!

হ'লে তোমা হারা ।

তরুর কুসুম আছে ; বনের বিহঙ্গ ;
কবির কল্পনা আছে ; নদীর তরঙ্গ ;
সিন্ধুর মুকুতা আছে ; আকাশের তারা ;
আমার কে রবে আর, হ[illegible]মা-হারা !

সকলি ফিরে যায় ।

সিন্ধু-কূলে ডুবিছে তপন,
  পাখীরা ফিরিছে নিজ নীড়ে ।
কমলিনী মুদিছে নয়ন,
  মধুচক্রে মধুমক্ষি ফিরে ।

শুষ্ক পাতা ভূমেতে ঝ'রিছে,
  শান্ত স্তব্ধ হ'তেছে সমীর ।
দূরে তারা হাসিয়া প'ড়িছে
  [illegible] হ'তেছে আরো স্থির ।

[illegible] লইছে বিদায় !—
  কোথায় ফিরিয়া যাব হায় ?
ধরার সকলি ফিরে যায় !—
  সিন্ধু-ঊর্ম্মি ডাকে—আয়, আয় ।

কেমনে।

পারিব না মুহূর্ত্ত বাঁচিতে

ভেবেছিনু, তাহার বিহনে।

বেঁচে আছি—তবু বেঁচে আছি,

বেঁচে আছি বুঝি না কেমনে!

স্বভাব তোমার গাঁথা ফুল-হার,

তা মানি।

গেয়ে গেয়ে গান নিশি অবসান,

তা জানি।

তবে—

জবা গাঁথ, হায়, পরাও হিয়ায়,

—শ্মশানে!

বল্ হরি-বোল, ভবিষ্যৎ খোল্

পরাণে!

ও কথা।

ও কথায় কাজ নাই আর।
আকাশে না দেখি ইন্দু, এখনি হৃদয়-সিন্ধু
উঠিবে করিয়া হাহাকার!
আছাড়িয়া ভাঙিবে দু ধার!
[illegible]য় কাজ নাই আর।

[illegible]কাজ নাই আর।
পাইয়া [illegible], এখনি গর্জ্জিবে মেঘ,
জলে জলে হবে ছারখার
জগত,সংসার!
ও কথায় কাজ নাই আর।

ও কথায় কাজ নাই আর।

হেমন্ত কুয়াসা মত, ক্রমশঃ বাসনা যত,

যেতেছে হইয়া একাকার,

অস্পষ্ট, সুদূর, অন্ধকার!

ও কথায় কাজ নাই আর।

ও কথায় কাজ নাই আর।

ডুবিতেছি কাল-নীরে, ডুবে যাই ধীরে ধীরে,

কি হবে উদ্যমে বাঁচিবার?

সুধু—গণ্ডগোল, হা[illegible]!

ও কথায় কাজ [illegible]

বৃন্দাবনে।

(কানাড়া, খং।)

বাঁধিতে ছিলাম মন, আপন ঘরে,—
কেন গৃহ ছাড়িলাম বাঁশীর স্বরে!
সমুখে প্রমোদ-বন,
[illegible] ফুল অগণন,
উ[illegible]নাচে শিখি, হরিণী চরে।
সে [illegible]ভাল ছিনু আপন ঘরে!
[illegible]সুরভি-ভরে
ফুলে ফুলে ঢ'লে পড়ে,
মৃদু কাঁপে তরুলতা, পিক কুহরে।
সে যে ছিনু—ভাল ছিনু আপন ঘরে!

আকাশে তারকা কত
চেয়ে প্রেমিকার মত,
হেসে গ'লে পড়ে চাঁদ মেঘের থরে।
সে যে ছিনু—ভাল ছিনু আপন ঘরে!
যমুনা উছলে কত,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদ শত,
ঘুমায়ে প'ড়েছে ধরা জোছনা-ভরে।
সে যে ছিনু—ভাল ছিনু আপন ঘরে!
এ যে রে সুখের ধরা,
আমি কেন এনু [illegible]?
কার বাঁশী গেয়ে গেল [illegible]?
বাঁধিতে ছিলাম মন আ[illegible]
বুঝিতে পারিনা [illegible]
কি খেলা খেলিতে চায়!
দূরে থেকে কেন ডেকে পাগল করে?
বাঁধিতে বসিলে মন আপন ঘরে!

ব্রজাঙ্গনা।

(খাম্বাজ, একতালা।)

উছলি প’ড়িছে সারা দিন রাত,
ঝর ঝর ঝর চোখের জল।
আপনার প্রাণ নহে আপনার,
সজনি, কারে কি বুঝাস্ বল্?

প্রেমের বাঁধুনি ফেলিব খুলিয়া,
বুকেতে আবার বাঁধিব বল?
মে[illegible]ানেতে চাহিয়া যখন,
[illegible]পারি না চোখের জল!

ফু[illegible], ছুটিলে সমীর,
উছলিলে, সখি, যমুনা-জল,—
কি যেন স্বপনে, হারাই আপনে,
মনেতে থাকে না এযে ধরাতল!

ফুটিলে চাঁদিমা, কাঁপিলে জোছনা,
কোথায় ডুবিয়া ভাসিয়া যাই !
আমার—আমার, কে আছে আমার
কোথাও কাহারে খুঁজে না পাই !

নীরব নিস্তুতি, ফুটিছে তারকা
বাজে দূরে বাঁশী চল্ রে চল্ !
রমণী হইয়া, প্রেমে না মরিয়া
রমণী-জনমে কি আছে ফল ?

ভাবিয়া আকুল, [illegible]ল,
অথচ জানি না [illegible] !
ছাড়াতে পারি না, [illegible]তে চাহি না,
এমন সুখের দুখ কোথা বল ?

৫১

মথুরায়।

('মিশ্র আলাইয়া, যৎ।)

আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই!
বসন্ত যে এল গেল, ব'সে আছি শূন্যে চাই!
গুঞ্জরিয়া গেল অলি,
[illegible] গেল চলি,
শুকান ব[illegible]লে ফুলে গেল ছাই।
আমারি হ[illegible] আমারি বাঁশরী নাই!
[illegible]ল ধীরে,
জোছনা ঘুমাল নীরে,
শিখিনী নাচিল ডালে, পাখী উড়ে গেল গাই'।
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই!

হরিণী নয়ন মেলে,
তরু-তলে গেল খেলে,
তটিনী কূলেতে দুলে ব'লে গেল যাই যাই।
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই!
কৃষক বাজায়ে বাঁশী
চ'লে গেল হাসি হাসি;
বালিকারা ঘরে গেল মালার মতন ফুল পাই।
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই!
সবি ভেসে গেল চোখে,
সবি কেঁপে গেল বুকে,
প্রাণে র'য়ে গেল সুর, ভা[illegible] যাই!
বসন্ত যে এল গেল, ব'সে আ[illegible]াই!

হেথা হোথা পড়ি সরু গলি,
নিঝুম, শীতল, নিরিবিলি।
আছি মাত্র শুধু চাই,
লক্ষ্য নাই—শুধু যাই,
মুক্ত গবাক্ষের পানে কভু ভুলে চাই!
একটি নিশ্বাস পড়ে ধীরে,
কারে যেন খুঁজি ফিরে ফিরে!
এ সংসারে অবসর-শ্রান্ত
আমার মতন কেহ নাই?

কবি দুখ।

হৃদয়ে উঠিছে শ্বাস হৃদয়ে-ই পায় ত্রাস !
—স্তব্ধতার অস্পর্শ-অতলে !
কি ব্যথা বলিব খুলে ? কথা-ই যেতেছি ভুলে.
কি বলিব কি বলিব ব'লে !
প্রাণ কাঁদিবার তরে উঠিতেছে হাহা ক'রে,
বুঝিছ না অথচ কি দুখ !
'বরষার মেঘ-প্রায় ঝরে না, নড়ে না, হায়,
ক্রমশঃ যেতেছে ভরি বুক ;
[illegible] যারা কি অব্যক্ত দুখ !

যেন ম[illegible] ক্রমশঃ দিতেছে ঢাকা,
[illegible] আমারে, এ আমার হ'তে !
কল্পনা, সংসার, পাপ, মায়া, মোহ, প্রেম-তাপ,
বুঝি না,—অলক্ষ্যে আসে ল'তে
কে, আমারে এ আমার হ'তে !

একি ঝটিকার খেলা।

একি ঝটিকার খেলা হৃদয়ে আমার!

এই আশা, এই ভয়,— জীবন, মরণ;

এই সাধ, অবসাদ,— শ্বাস, হাহাকার;

এই গান, এই তান, এই সমাপন!

এই শ্রান্তি, এই শান্তি,— মূরছা, কম্পন:

এই হৃত, এই প্রীত,— সজল, উজ্জ্বল;

এই উষা, এই সন্ধ্যা,— বন্ধন, ছেদন;

এই বজ্র-দগ্ধ, এই তুষার-শীতল!

একি উন্মাদের খেলা আমার [illegible]

শুষ্ক পত্র মত উঠি ঝটি[illegible]

শূন্য তরঙ্গের মত ঘোলা [illegible]গে

না উঠিতে লুটে পড়ি, ফেণ-পুঞ্জ লয়ে!

নাহি চাই, নাহি পাই, কিছুই আমার!

সদা শূন্য আক্রমণ, শূন্য অধিকার!

উষা ।

নয়নেতে মোহ আঁকা,

অধরেতে হাসি মাখা,

ঘুম-ভাঙা উষা-রাণী আসে পায় পায় !

সুনীল মেঘের কোলে

কিরীট-কিরণ দোলে,

সোনার আঁচল লোটে সুমেরু-মাথায় !

[illegible]-স্তরে-স্তরে

[illegible]খা খেলা করে,

নিরমল [illegible]কাশ বিস্ময়ে চাহিয়া ;

হাসি মাখা শুভ্র মুখ,

আধ ঢাকা শুভ্র বুক,

দিক-নারী সারি সারি ঘেরে দাঁড়াইয়া ।

ম্লান-মুখী শুক্র-তারা
আলোকে লাজেতে সারা ;
লুকায় মলিন ছায়া গিরিতলে, বনে ;
নিদ্রা ত্রাসে ছুটে যায় ;
স্বপ্ন আলু-থালু প্রায়,
কল্পনা চমকি চায় পূর্ব্ব-দিক পানে !

ফুটিছে হাসিয়া ফুল ;
দুলিছে লতিকা-কুল ;
মহীরুহ নত শির, ঝরিছে শিশির ;
পূর্ব্ব-মুখে চেয়ে চে[illegible]
পাখী ওঠে গেয়ে গে[illegible]
বহে ধীরি ধীরি অতি শি[illegible]

ভৃঙ্গ গুণ্ গুণ্ স্বরে
ফুলে ফুলে খেলা করে ;
প্রজাপতি দুলে দুলে ভ্রমে মনোসুখে ;

চকাচকি চোখোচোখী ;

ঘুঘু দুটি মুখোমুখী ;

ময়ূর বেড়ায় নেচে ময়ূরী-সম্মুখে।

ওঠে কাংস্য-ঘণ্টা রোল,

ববম্ ববম্ বোল,

প্রাচীন অশ্বত্থ-তলে ভগন মন্দিরে ;

ভাঙা সোপানের মূল,

শুষ্ক বিল্বপত্র, ফুল ;

বহে নদী [illegible] কুল মৃদুল অধীরে।

[illegible] পরে

[illegible]লি ক'রে,

তর্পন [illegible], মগ্ন সাম-গানে ;

চলে গ্রাম্যবধূ-গুলি

কুম্ভ কক্ষে হেলি-দুলি,

বেড়া ঘেঁসে, মৃদু হেসে, চেয়ে ভূমি পানে।

রাখাল গো-পাল পাছে
শিশ্ দিয়ে চলিয়াছে ;
হল-স্কন্ধ চলে চাষী উচ্চ কণ্ঠে গেয়ে ;
ব্যাধ গিরি-পথে ওঠে,
বাঁশীতে ললিত ফোটে,
উৰ্দ্ধ কর্ণে মৃগ-যূথ আসে নেচে ধেয়ে।

নির্ঝরিণী এঁকে-বেঁকে,
শত ইন্দ্রধনু এঁকে
ঝাঁপায়ে পড়িছে দূরে গিরি-শির হতে ;
ঝক্ ঝক্ গিরি-প[illegible]
তুষারে, মেঘের [illegible]
ঢাকিয়া রেখেছে যেন [illegible]তে !

ফুটো না ফুটো না, রবি !
থাক ঘোর-ঘোর ছবি,
ধরা যেন ঋষি-স্বপ্ন,—মধুর, মদির !

নাহি শোক, নাহি তাপ,

নাহি মোহ, নাহি পাপ,

কেটো না এ আবছা-জাল, প্রত্যক্ষ-অধীর!

কেমন হইয়া গেছে প্রাণ।

কেমন হইয়া গেছে প্রাণ,
ভাল ক'রে প্রাণ ভ'রে না পেরে গাহিতে গান !

মনে হয় পাই যদি,— একটি অলস নদী ;
একটি নধর বট, হে[illegible] তীরে ;
ঝর ঝর পাতা-গুলি [illegible]মীরে !

নিঝুম মধ্যাহ্ন-কাল, অলস স্বপন-জাল
অলখিতে ব'হে যায় হৃদয় ভরিয়া !
দূর মাঠ-পানে চেয়ে, চেয়ে—চেয়ে, সুধু চেয়ে
র'হেছি পড়িয়া !

সেথা—দুটি গাভী চরে ; হোথায় কাতর স্বরে
ডাকিছে ফটী—কৃ ;
কোথা কুকো কুব্ কুব্ ; হোথা হংসী দেয় ডুব ;
ব'হে যায় ডোঙা-খানি, ধীকি ধীকি ধীক্।

দূরেতে পথিক দুটি চ'লে যায় গুটি গুটি
মেঠো পথ দিয়ে।
পার্শ দিয়ে, ল'য়ে জল, আঁখি দুটি ঢল ঢল,
কুলবধূ দ্রুত গেল মৃদু চমকিয়ে।

নিঝুম মধ্যা[illegible] অলস স্বপন-জাল
অলখি[illegible] হৃদয় ভরিয়া !
দূর মাঠ-পানে চেয়ে, চেয়ে—চেয়ে, সুধু চেয়ে
র'হেছি পড়িয়া !

ধূধূ ধূধূ করে মাঠ, ধূধূধূ আকাশ-পাঠ,
পড়িয়া ধূসর রৌদ্র পরিশ্রান্ত মত।
হুহু হুহু বহে বায়, ঝাঁপাইয়া পড়ে গায়,
কোথাকার কথা যেন ল'য়ে আসে কত!

হৃদয় ঢলিয়া পড়ে যেন কি স্বপন-ভরে!
মুদে আসে আঁখি-পাতা, যেন কি আরামে!
আন-মনে চাই চাই— কত ভাবি, কত গাই,
থেকে থেকে পড়ে শ্বাস গানের বিরামে।
খ'সে খ'সে পড়ে পাতা, [illegible] কত গাথা,
কত শূন্য সুখ, ব্যথ[illegible]ধামে!

নিশীথে।

নিশি রে,

কি পত্র লিখিস্ তুই তারকা-অক্ষরে,

আকাশের পরে !

সারা রাত চেয়ে থাকি ওই শূন্য-পানে,

অবাক নয়ানে।

[illegible], যে পিপাসা,

[illegible] ভালবাসা,

বুঝেছি, [illegible] প্রাণে, স্বপনে, সঙ্গীতে ;—

বুঝাইতে গেলে যায়,

বুঝিতে পারি না, হায়,

চাই চারি-ভিতে !

সেই কথা, সেই ব্যথা,
সে আকুল-নীরবতা,
সেই সুখ, সেই মুখ, বায়ু ঢুলু-ঢুল,
নদী কুলু-কুল,
সে ভাঙা অজানা ঘর,
সেই পরিজন-পর,
সেই ফুল, সেই ভুল, বিরহ, মিলন,
সেই হাসি, সেই বাঁশী, কল্পনা, স্বপন,
সেই চোখে ঘোর-ঘোর,
সেই প্রাণে ভোর-ভোর,
অক্ষরে অক্ষরে তোর [illegible]লে
এ আকাশ-ত[illegible]

৬৭

অলস জোছনাময়ী, নিথর যামিনী।

অলস জোছনাময়ী, নিথর যামিনী।

মৃদুল মধুর বায়;

ধীরে নদী ব'হে যায়;

মধু ভরে ঝ'রে পড়ে বকুল, কামিনী।

অ[illegible]ময়ী, নিথর যামিনী।

প'[illegible]-কূলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে;

[illegible]রা-পানে,

কি যেন প্রেমের গানে,

কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে!

প'ড়ে আছি নদী-কূলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে।

অবশ পরাণ যেন, গেছে ভেঙে-চূরে !
কতটা যেন কি স্রোতে
ভেসে গেছে ধরা হ'তে !
অবশিষ্ট ল'য়ে যেন ব'সে আছি দূরে !
অবশ পরাণ যেন গেছে ভেঙে-চূরে।

ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি, যেন কার কথা !
না জানায়ে আসে যায়,
হাসি অশ্রু নাই তায় !
দিয়ে মৃদু অনুভব, মৃদু অলসতা,
ধীরে ধীরে আসে স্মৃ[illegible] কথা !

প'ড়েছি গাথায় কোন্ [illegible] কোন নারী,
এমনি মধুর রাতে
তরু-তলে, ধীর বাতে,
অঞ্চলে মুছিয়া গেছে নয়নের বারি !
প'ড়েছি গাথায় কোন, যেন কোন নারী।

শুকায়ে গিয়াছে কোথা, কার ফুল-হার !
খেলিতে নদীর কূলে,
কি ফেলিয়া গেছে ভুলে !
বাঁধিতে পারে নি ফিরে, ঘরে মন তার !
শুকায়ে গিয়াছে কোথা কার ফুল-হার।

শুনেছি বাঁশীতে কার, কোথাকার সুরে !
কে নাহি দেখিলে চাই,
এ জগতে কিছু নাই !
ভাঙিতে [illegible] সুধু নিজে ভেঙে-চূরে,
শুনে[illegible] যেন কোথাকার সুরে !

দেখিছি[illegible] অশ্রু-জল কার !
[illegible] আঁখি,
দুটি শ্বাস থাকি থাকি,
আকুল পরাণ-পাখী ছাড়িতে সংসার !
দেখেছি হাসিতে যেন অশ্রু-জল কার।

দেখেছি অশ্রুতে যেন কার মৃদু হাসি!
দীপ নিভ-নিভ প্রায়,
চারি দিকে হায় হায়!
নিস্পন্দ নয়নে চেয়ে ভালবাসা-বাসি!
দেখেছি অশ্রুতে যেন কার মৃদু হাসি।

—সত্য যেন উপকথা, দূর স্বপ্ন-জাল!
বুঝিতে হয় না সাধ,
গত দুখে সুখ-স্বাদ!
পরের ঘটনা ল'য়ে কাটে যেন কাল!
সত্য যেন উপকথা, [illegible] জাল।

তরী ব'হে যায়।

তরী ব'হে যায়,
আঁধারের ছায়;
মেঘেরা আকাশে
ঘনাইয়া আসে।
বনানী দু'ধারে
[illegible] আঁধারে।

[illegible] পারে,
কুটীরের দ্বারে
জ্বলিতেছে দীপ
করি টিপ্ টিপ্!

নিশ্বাসের সনে
কত আসে মনে,—
সুখের সংসার,
স্নেহ-পরিবার!

যা বেড়াই খুঁজি,—
এই ক্ষুদ্র গ্রামে,
চাষীদের ধামে,
তাই আছে বুঝি!
সে উপকথায়
দিন বুঝি [illegible]

তরী ব'হে [illegible]
আঁধারের ছায়।
মেঘেরা আকাশে
ঘনাইয়া আসে।

অশ্বত্থ নিবিড়,

ভগন মন্দির,

কাংসা-ঘণ্টা-রোল

বোম্ বোম্ বোল!

উদাস হৃদয়,

মায়া সমুদয়!

বর্ষায়।

বৃষ্টি পড়ে ঝর্ ঝর্, বিজলী চমকে,
হেথা হোথা বজ্রাঘাত হয় ঘন ঘন।
হৃদয় শিহরি ওঠে প্রকৃ[illegible]—
মিছে কাজে গেছে দি[illegible] এ জীবন।

হুহু হুহু বহে বায়ু, আকা[illegible]র,
উলটি পালটি ভূমে পড়ে তরু-মাথা।
নিজ নিজ কাজে যাও, পুত্র, পরিবার,
ধরার হিসাব-খাতে দেখি শূন্য পাতা!

শত বাহু আস্ফালিয়া ছুটিছে তটিনী,
আমূল উঠিছে কেঁপে এ ক্ষুদ্র কুটীর।
যা লইয়া চলি-ফিরি—সে যেন কাহিনী!
জীবন-উদ্দেশ্য যেন স্বতন্ত্র, গম্ভীর।

যাও, যাও—দূরে যাও, পুত্র, পরিবার!
চারি দিকে হুহু হুহু, দৃষ্টির অতীত!
নয়ন মুদিয়া আমি ভাবি একবার,
"জীবনের কি উদ্দেশ্য ধরার সহিত।"

ফুল-শয্যা।

ফুল-শয্যা, ফুল-উপাধান,
　ফুল-গন্ধে অলস সমীর।
মদির স্বপনে দুটি প্রাণ
　আসিছে ভাঙিয়া দুটি তীর!
দুটি গাছি মালা শয্যা পরে,
　নিবেও নেবে না দীপ, হায়!
সারা রাত বসিয়া কি করে!
　দ্বারে কাণাকাণি শোনা যায়।

ওগো, চাও, মু[illegible]ও,
　চির দিন চা[illegible]মি।
দাও মালা, বাহু[illegible],
　চরণে লুটায়ে পড়ি, স্বামি!
সরমে যে বেঁধে গেছে আঁখি!
গুণনিধি, বুঝিতে কি বাকি?

ফোটে ফোটে দুইটি মুকুল,
  এক গাছি নব-মালা তরে ;
এক-খানি সরমের ভুল
  খেলিতেছে মাঝ-খানে প'ড়ে !
বলে-বলে আসে না ক মুখে,
  কি বলিয়া আরম্ভ করিবে !
এ নব, অপরিচিত সুখে,
  আজ তারে কোথায় ধরিবে !

কেঁপে কেঁপে ওঠে শ্বাস, হায়,
  [illegible]সি বুঝি অশ্রু হ'য়ে পড়ে !
[illegible] শারদ জ্যোস্নায়
[illegible]সিয়া থাকে বা কি ক'রে !

সখীরা প্রভাতে উঠে, হেসে,
চারি চক্ষু রাঙা দ্যাখে এসে !

চুম্বন।

যে কথা ফোটে না গানে, বুঝি তাহা সুরে ;
যে ছবি ফোটে না রঙে, ফোটে তা রেখায় ;
যে রূপ ফোটে না কাছে, ফোটে তাহা দূরে ;
যে ভাব যায় না ছোঁয়া, কাব্যে ধরা যায়।
যে প্রেম যায় না খোলা সহস্র ক্রন্দনে,
অবিরাম দুখ কথা, দুখ-কবিতায়,—
সহস্র বন্যার স্রোতে ভেঙে-চূরে ধায়,
একটি পরশ-মাত্র মৃদুল চুম্বনে !

রবির চুম্বনে মৃদু, হিমাদ্রি তুষা[illegible]
থাকিতে পারে না আর শী[illegible]
শশীর চুম্বনে মৃদু, শান্ত পারা[illegible]
বাঁচিতে পারে না আর বেঁধে আপনায়।
পবন চুম্বনে মৃদু, স্তব্ধ অরণ্যানী
ওঠে দুলে, পড়ে ঢ'লে, করে কাণাকাণি।

আলিঙ্গন।

আমার

পরাণ ভাসিয়া যায়, পড়ে বা উছলি,

যেন এক মহা-কাব্যে হ'য়ে ওতপ্রোত !

হৃদয় পাষাণ নয়, কিসে বাঁধি স্রোত ?

বুঝি স্বধু ভেসে যাই—কিছুই না বলি !

এত স্বর কেঁদে যাবে, হবে না ক গান ?

হবে না কাব্যের কিছু, স্বপ্ন যাবে ব'য়ে ?

বায়ু বিনা, পত্রে পত্রে হিম-কণা ল'য়ে,

এ মোর কবিতা-দিন হবে অবসান ?

তোমার

[illegible]-বন পরিমল ভরে,

[illegible]ছে যেন কার অপেক্ষায় !

একটি পরশ পেলে ফুটে ঝ'রে যায়,

ছবি-খানি বা কি যেন দুটি রেখা তরে।

হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে এস, সখি, তবে,

রূপ-বনে প্রেম-কাব্য মিশাই নীরবে !

দম্পতির নিদ্রা।

নিবিয়া আসিছে দীপ ; নিস্তবধ গেহ।
অাঁখির মিলনে অাঁখি গিয়াছে ভরিয়া !
আলিঙ্গন উনমুক্ত ; আলু-থালু দেহ,
ধরিবার শক্তি হ'তে অধিক ধরিয়া !
চুম্বন থামিয়া গেছে ; কাঁপিছে অন্তর,
যোগের পরেতে যেন সমাধিতে বাস !
জড়ায়ে আসিছে কথা ; কাঁপিছে নিশ্বাস ;
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, ভালে করে থর থর।

কাঁপিছে অলকা, মৃদু-শী[illegible]
কাঁপিছে জোছনা-হা[illegible]নে।
তন্দ্রায়—ফিরিতে পাশ, [illegible]পনে
ফুকরিয়া কেঁদে উঠে—আলিঙ্গন ফিরে
সুরে সুরে মিলে গেলে, কেবা যন্ত্রী হ'য়ে
দূরেত থাকিতে পারে, নিজ যন্ত্র ল'য়ে !

ভুল।

আমার এ যাওয়া, আমার এ চাওয়া
দেখিতে পেয়েছে কি ?
এ যাওয়া চাওয়ার মানেটি ভাবিতে,
কাটাবে দিবস-টি ?

ওই যা ! ওই যা !— জানেলাটা গেল
হাওয়ায় হাওয়ায় খুলে।
কে কোথায়, হায় ! আমারি দুপুর
কাটিল খেয়ালে ভুলে !

গোপাল।

গভীর যামিনী, আঁধার আকাশ,
দূরেতে ঝটিকা শ্বাসে!
দিগন্তের কোলে চমকে দামিনী,
—পথিক ছুটিছে ত্রাসে।

এ ধারে গর্জ্জিছে অশ্বত্থের শ্রেণী,
ও ধারে তটিনী ভাঙিছে পাড়,
হোথায়—[illegible] জ্বলিতেছে চিতা!
—[illegible] দেহ, চলে না আর।

সপ্ত বর্ষ পরে ফিরিতেছে ঘরে,
ব্যাকুল দেখিতে স্ত্রীপুত্র-মুখ।
অর্থের অভাবে ছেড়েছিল দেশ,
পেয়েছে সে অর্থ, পাবে কি সুখ?

'খোল—খোল দ্বার,' নিস্তব্ধ কুটীর,
পুন করাঘাতি ডাকিল হেঁকে।
একটি নিশ্বাস সুধু শোনা গেল!
চাল হ'তে পেঁচা উড়িল ডেকে।

'খোল-খোল দ্বার,' ভেঙে গেল দ্বার,
—এ কি নিস্তব্ধতা ভয়-সঞ্চারী!
হাসিল বিদ্যুৎ পিশাচীর মত,—
মৃত পুত্র বুকে, মুমূর্ষু নারী!!

তড়তড় তড় [illegible] জলদ,
হুহুহু ঝড়েতে [illegible]ল,
মুমূর্ষুর মাথা [illegible]কোলেতে রাখিয়া,
মৃত পুত্র-মুখ চুমিছে গোপাল।

শিশু-হারা।

হা বিধি,

কেন রে করিলি তারে চুরি ?

অভাব কি হ'য়েছিল স্বরগে মাধুরী ?

কি এমন ছিল না রে

চাঁদের হাসির ধারে ?

তোর সে শোভার রেখা, যেত না কি মিলে.

বিনে কচি মুখ-খানি মাঝেতে না দিলে ?

বুক-বাঁধা বাহু-দুটি

বুকের সঙ্গেতে টুটি—

জুড়ে দিলি কার ?

ছিঁড়েছিল হেন শাখা, কোন্ লতিকার ?

আমারে করিয়া অন্ধ,
কারে দিলি সে আনন্দ ?
কোন্ হরিণীর শিশু, ছিল আঁখি-হারা ?
পেয়ে দুটি টানা চোখ, পুন হ'লো খাড়া !

কোন্ নন্দনের পাশে,
অলস জোছনা-হাসে,
কোন্ মন্দাকিনী-স্রোত থেমেছিল ভুলে ?
চলি-চলি চলা তার দিলি কূলে কূলে !

কোন্ অপ্সরীর বীণা
হ'তেছিল সুর-হীনা ?
আধ-আধ বুলি দিলি ফাঁকে ফাঁকে তার !
বিষণ্ণ দেবতা-কুলে ভুলাতে আবার !

বাছা রে,

কোন্ স্বর্গ-রঙ্গ-ভূমে
কত মুখ তোরে চুমে !
সে হাসির রাশি মাঝে খুঁজিস্ কি কারে ?
পেয়েছে কি হেন কেহ,
জানে জননীর স্নেহ ?
যেমন জানিস্ তুই জানায় তোমারে !

শত কোল ঘুরে ঘুরে
গেলি কোন্ সুর-পুরে ?
আকাশের কোন্ তারা হ'লো তোর ঘর ?
জীবন-শ্মশান-কূলে,
ব'সে আছি বড় ভুলে !
আকাশের পানে চেয়ে, অশ্রু দরদর।
সম্মুখে অনন্ত শূন্য, অপার সাগর !

ওগো তোরা।

জানি না, বুঝি না, ওগো তোরা,
যখন আপন মনে যাই,—
সমুখে, পিছনে, পাশ হ'তে,
কেবল নাম-টি ডেকে, জানিয়া, 'কেমন আছি,'
ঘরে যাস্ কি বেশী-টি পাই?

জানিস না, বুঝিস না তোরা,—
ভাবনার, কল্পনার স্রোত
হয় ত হইতেছিল প্রাণে ওতপ্রোত !
শুধু নিমেষের তরে, মাঝ-খানে এসে প'ড়ে
কেটে যাস্ সূক্ষ্ম সূত্র-গাছি !
ক'রে যাস্ কত অত্যাচার,
বলিলে পাবি না তোরা আঁচি !
হয়, দিতে হয় জোড়——জীবন্ত ভাবের গোর !
নয়, দিন যায় খাই খুঁজি !
—কবিতার ছেঁড়া কাগজেতে,
হৃদয় যে গেল মোর বুজি !

অধরলাল।

সে আলোক নিবিল সহসা,
যে আলোকে ছিল সে জীবিত।
যে নয়নে দেখিত, দেখাত,
চির তরে সে আঁখি মুদিত!

জাগায়ো না, জাগাব না আর,
জীবনে কি ফল?
জীবনের ঘেরে চারি ধার,
যবে—দীর্ঘ-শ্বাস, অশ্রু-জল!

ছিঁড়েছে সে ধরার কুহক,
থেমে গেছে বাসনা-তরঙ্গ ;
সংসার-সাগর-কূলে প'ড়ে
সহিতে হবে না প্রেম-রঙ্গ !

নিন্দা, ঘৃণা, অত্যাচারে আর
পলে পলে হবে না মরিতে !
দিন যার—সে দিনে কি কাজ—
দিন যার ভাঙা ঘর বাঁধিতে, জুড়িতে ?

একে ত এ মানব-জীবন,
নদী-কূলে বেতসীর লতা ;
সদাই আকুল পর-হাতে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সদা পর-কথা !

সদা সে আনিত পর-স্মৃতি,
পরের সে দূত।
বুঝিতে, বুঝাতে দুটো কথা,
কুসুম পলকে বৃন্ত-চ্যুত!

আঁখি সুধু মেলিতে মেলিতে,
তারকা যে মেঘেতে লুকায়!
বসন্ত যে আসিতে আসিতে,
আধ-পথে থমকি পলায়!

অকাল-মরণ তবে,—সে ত
পুণ্য-ফল জগত-ভিতর!
আমরা ত দীর্ঘ-প্রাণ ল'য়ে,
শূন্য-পানে চেয়ে আছি, জুড়ি দুই কর!

রবীন্দ্রনাথ।

কোটি কোটি বর্ষা-নিশি ঘুরেছে জগত,
কত কোটি কোটি তারা ঘেরে চারি ধার,
জ্বলিয়া—নিবিয়া গেছে, খদ্যোতের মত !
পথিক পায় নি পথ, গন্তব্য তাহার।

মেঘ-স্তরে-স্তরে আজ, সুদূর আকাশে,
কনকের রেখা মত কি যেন ফুটিছে !
বিহঙ্গের কল-কলে, কুসুমের বাসে,
স্তম্ভিত সমীর যেন চমকি উঠিছে !

হিমাদ্রির অভ্র-ভেদি শিখরে শিখরে,
সপ্তমে প্রভাত-স্তোত্র কাঁপিছে গম্ভীরে;
তমসার শ্যাম কূলে, কুটীরে কুটীরে,
সর্জ্জরস-ধূম-স্তর ওঠে স্তরে স্তরে।
জগত—জগত নয়, যেন স্বর্গ-ছবি।
সংসার, চকিত নেত্র, ফোটে রবি—কবি !

ঈশানচন্দ্র।

অমৃতের পরিশিষ্ট মথিতে জীবনে,
　নীল-কণ্ঠ আজি তুমি দুর-আকাঙ্ক্ষায় !
অধিক করিয়া আশা, দুরাশা-স্বপনে
　আজি তুমি ভব-ভোলা জগত-সীমায় !
সংসার—বাসুকী-দন্ত, নহে পারিজাত,
　যতই উত্যক্ত হয় উদ্গারে গরল।
প্রণয়—শ্মশান-কালী, প্রলয়ের রাত,
　শৃঙ্গ-পাণি বুকে সুধু সঙ্গীত তরল।
হৃদয়—শ্মশান-অস্থি, উৎসৃষ্ট চিতার,
　শিশুর কন্দুক নহে, স্মৃতি-জপমালা।
　জটায় প্রতিভা-ভঙ্গ, বামে যশোবালা,
ত্রিলোচন নিমীলিত সমাধিতে যার।
　বাজুক না যার করে প্রলয়-বিষাণ,
　জপ' জপ' প্রেম-মন্ত্র, যোগেশ—ঈশান !

কোথায় সে দেশ।

কোথায় সে দেশ—তুমি যেতেছ যেথায়?
জগতের বহু দূরে, জানি তাহা জানি।
স্বপ্ন, গান, প্রেম, ধ্যান যায় কি সেথায়?
রয় কি এ জগতের প্রাণ টানাটানি?
নেচে কুঁদে, হেসে কেঁদে, যার যা হেথায়,
সবারি কি সেই স্থান—বিশ্রাম-আলয়?
খোঁজা-খুঁজি, বোঝা-বুঝি নাহি পায় পায়?
নাহি শ্রম, নাহি ভ্রম, নাহি শোক, ভয়?

যাও তবে যাও, সখা, বিশ্রাম-আলয়ে!—
কত বসন্তের গান, প্রভাতের ফুল,
কত শরতের মেঘ, সমীর আকুল,
গেছে—কত সুখ-স্বপ্ন, কত আশা লয়ে;
গেছে, যাবে, কত মাতা, কত শিশু, নারী!
তুমি যাও নিজ ঘরে, বিচ্ছেদ আমারি!

রমণী-হৃদয়।

হৃদয় সমুদ্র মত, আকুল তরঙ্গে
উছলি পড়িছে আসি, তোমা-উপকূলে ;
হৃদয় পাষাণ-দ্বার দেবে না কি খুলে ?
চির-জন্ম লুটিব কি ওই ভুরু-ভঙ্গে ?
কি রহস্যে মগ্ন তুমি, রমণী-হৃদয় !
এত ভাষে, এত শ্বাসে, এতেক ক্রন্দনে,
এত স্পর্শে, এত বর্ষে, এতেক বন্ধনে,
জগতের কত রাজ্য হ'তো যে বিলয় !

কি রহস্যে মগ্ন তুমি, রমণী-হৃদয় !
এক রবি, এক শশী, মাথার উপরি,—
আকুঞ্চনে, বিকুঞ্চনে আমি হাহা করি,
তুমি ধীর, স্থির,—যেন কোথায় কি হয় !
হবে না এ দুটি প্রাণ এক নিয়মের ?
পাশা-পাশি, আসা-আসি,—কি অদৃষ্ট ফের ?

শত ধিক্।

শত ধিক্ এ জীবনে—ধিক্ সেই দিনে,
যে দিনে সহসা পথে হারাই আপনা!
চোখে চোখে চেয়ে শুধু, কোন কথা বিনে,
শৈশবের খেলা হ'লো যৌবন-যাতনা!
হারানু সরল হাসি, বুঝিনু চাতুরী;
হারানু সরল গান, বুঝিনু সংসার;
বুঝিনু, এ প্রকৃতির নহে সে মাধুরী—
দেখিবার, ভাবিবার, ভালবাসিবার।

শত ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ সে নয়ানে,
যে শুধু চাহিয়া শুধু, ধরা জয় করে।
ভালবাসা দেব ব'লে, ভালবাসা-ভাণে
আপনার রূপ-গর্ব্বে ভ্রমে গর্ব্ব-ভরে।
শান্তি নামে আকর্ষণ—মরণ-অধিক,
প্রেম নামে চায় মান্য,—ধিক্ তারে ধিক্!

আঁখি।

আঁখির কি আশা!

প্রভাত কমল, রসে ঢল ঢল,

নব রবি-পানে চেয়ে, ঝরে না পিপাসা,

এত তার ঝরে না পিপাসা!

আঁখির কি আশা!

আঁখির কি ভাষা!

উন্মত্ত কবির উন্মত্ত সঙ্গীতে

ছড়ান নাহিক এত ভালবাসা!

আঁখির কি ভাষা!

প্রিয়ে, একবার চাও!

এ বিষন্ন হৃদি পরে, অশ্রু-হারা মেঘ-স্তরে,

ইন্দ্রধনু বারেক ফুটাও!

এ জীবন-বর্ষা-শেষে, আলো-মাখা বৃষ্টি-বেশে

দণ্ড দুই খেলি একবার,

প্রিয়ে, আঁখিতে তোমার!

চোখ ফুটাফুটি।

নলিনি, চাহনি তোর
বিষম সিঁধেল চোর,
যেখেনে যা-কিছু পায়, চুরি ক'রে নেয়।
কেউ বলে দিন কত,
কেউ বলে জন্ম মত
হাতে পেলে চোরা-ধন ফিরে নাহি দেয়!

গরিব বেচারা আমি,
কোন কিছু নেই দামী,
লোক-মুখে শুনে শুনে তবু করি ভয়।
পড়িলেও দৃষ্টি-আড়ে,
আতঙ্কটা চাপে ঘাড়ে,
বুকে হাত দিয়ে দেখি—এখন কি হয়!

সদা সশঙ্কিত থাকা—
চলে না আলাপ রাখা!
চোখ দুটো বাঁধি আয়, লেঠাটা ঘুচাই!
চারি দিকে খোঁজা-খুঁজি,
এই বুঝি—ওই বুঝি,
এ চুরির সাজা এই, পিছে তাই তাই!

কত স্বপ্ন দেখি।

কত স্বপ্ন দেখি, সখি, তোমায় আমায়,
মুখোমুখী ব'সে যেন, বিবাহ-সভায়!
আঁখি দুটি লাজে ভরা, মুখ-খানি নত,
হাতেতে রাখিতে হাত, বোঝা-বুঝি কত!

কত স্বপ্ন দেখি, সখি, তোমায় আমায়
পাশাপাশি শুয়ে যেন, বাসর-শয্যায়!
কহিতে কহাতে কথা, ফিরিতে, ফিরাতে,
কত সুখ-দুখ-ভয়ে জড়-সড় রাতে!

কত স্বপ্ন দেখি, সখি, বাধা নাহি পেয়ে,
কোলে নব শিশু-পানে, আছে যেন চেয়ে!
ছল ছল আঁখি দুটি,—মুছাইতে গিয়ে
নিজ চোখে হাত দেই, প্রভাতে জাগিয়ে!

এ দুখ কেমনে যায় ?

এ দুখ কেমনে যায়, এ দুখ কেমনে ?

-মরণে।

জগতে কি নাই সুখ, মানব-জীবনে ?

স্বপনে।

কিসে ভুলি সুখ-দুখ, কিসে এ মহীতে ?

পিরীতে।

কেন ?

কেন ঝ'রে পড়ে ফুল, কেন ঝ'রে পড়ে ?

হ'তে তরু-সার।

কেন ঝ'রে পড়ে মেঘ, কেন ঝ'রে পড়ে ?

হ'তে জল-ভার।

কেন চ'লে যায় প্রাণ, কেন চ'লে যায় ?

পেতে নব দেহ।

কেন ভেঙে যায় প্রেম, কেন ভেঙে যায় ?

পেতে স্মৃতি-স্নেহ।

ডুবেছে তপন।

ডুবেছে তপন, আলোক-জীবন ;
ধরণীর বুক ছাইছে আঁধার।
ফিরিছে পথিক, মলিন বয়ন ;
জগতের কাজ নাহি যেন আর !
যে আলোক গেল, গেল একেবারে ?
রহিল না প্রেম, গেল কি সমূলে ?
ধীরে আসে বায়ু, মুছে শ্রম-ধারে,
যে ভুলে—যেন গো একেবারে ভুলে !

ডুবেছে তপন, প্রত্যক্ষের আলো ;
দলে দলে তারা ফুটিছে আবার।
কোটি চক্ষু মেলি ঘেরে চারি ধার,
সমষ্টির যেন ভগ্ন-কণা-জাল !
যে আছিল এক, হ'লো শত শত !
কণায় কণায় প্রেমের জগত !

বাসি মালা।

অনাদরে বাসি মালা ব'লে,
কে গেছে ফেলিয়া পথ-ধারে ?
কত লোক যাবে পায়ে দ'লে,
কথাটা ভাবে নি একেবারে !

কত মান-অভিমান-হাসি,
কত মোছামুছি অশ্রু-জল,
কত চাওয়া-চাহি বাসাবাসি,
গত ব'লে ধূলার সম্বল ?

আহাহা, যা ছিল গত রাতে,
সহায়—সময় কাটাবার !
কত আশা, কত স্বপ্ন সাথে
হ'য়েছিল আরম্ভ যাহার ;—

যেতেছিল খুলে যার তরে,
কত কাব্য, গাথা, কত গান ;
হ'তেছিল যারে, হায়, ধ'রে
শত জন্ম পতন, উত্থান !

চির তৃষা, সে মোহ-মদির
হ'লো, হায়, উৎসব নিমেষ !
দুই দণ্ড হইয়া অধীর,
ভগ্ন পান-পাত্র মত শেষ !

দুই দণ্ডে হ'লো হৃদি-সাজ,
আবর্জ্জনা,—ব্যবহার পরে ।
নাহি যদি স্মৃতি, মায়া, লাজ,
কেন লোকে, হায়, প্রেম করে !

মলয়-সমীর।

যেও না, যেও না তুমি, মলয়-সমীর,
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তব করিয়া অধীর !
শত ফুল-রেণু চাপে
এ দেহ আবেশে কাঁপে !
যেন কি অজানা শাপে
পরাণ নীরবে যায় হইয়া বাহির !

তুমি ফুলবন-সাথি, কোথা যাবে, হায় !
এ দেহে চেতনা নাই,কে দেবে বিদায় ?

১০৯

হাতেতে ছিল না কাজ।

হাতেতে ছিল না কাজ,
কাছে এসেছিলে আজ,
এটা-ওটা খেলা ক'রে কাটাতে সময়।
আর কিছু নয়।

বেলা যায়, যাও ঘরে,
এটা-ওটা খেলা তরে
এ জীবনে অবসর পাবে না ক আর!
রমণী, শিখিয়া গেছ, খেলা আপনার।

সৌন্দর্য্য ।

যাও রে সৌন্দর্য্য, যাও রে ডুবিয়া
প্রেমের সাগর পরে !
জগতের লোক, তোমা ল'য়ে যেন
ছেলে-খেলা নাহি করে ।

উন্মাদ যুবক তোমারে না করে,
গানের বিষয় তার ;
গর্ব্বিতা বালিকা তোমার নামেতে
না যেন বিকোয় আর !

ছায়া।

আঁধার ঘরে, আঁধার ক'রে,
প্রেতের মতন দিবা-নিশি,
কে তুই আসিস্, কে তুই খাসিস্,
সঙ্গে আমার রইতে মিশি?
অকালে কি গেছিস্ ম'রে,
মনের আশা থাকতে মনে?
সাহস-হারা, বিরস পারা,
উঁকি-ঝুঁকি কোণে কোণে!
ভাঙা-চোরা, হানা ঘরে
কেন রে তোর কিসের মায়া?
প্রাণে মরা, স্মৃতি-ভরা,
কায়া-ছাড়া কায়ার ছায়া!

বাঁধিতেছি, খুলিতেছি।

বাঁধিতেছি, খুলিতেছি বার বার বীণা,
বেসুরা যে ঘোচে না গো ! চোখে আসে জল।
সুরেতে হৃদয়, প্রাণ করে টল-মল ;
সুরেতে মিলাতে কথা কিছুতে পারি না !

বসন্তে ডাকিয়া দেছি ফুল-উপহার ;
বর্ষায় ভিজায়ে দেছি, বুকে রাখি মাথা ;
শরতে লিখিয়া দেছি কত কাব্য, গাথা ;
নিদাঘে পারি না দিতে, থাকিতে দেবার !

সুরে, শ্বাসে, ত্রাসে, জলে ভেসে গেছে কথা !
যে কথার আগা-গোড়া ফেলেছি হারাই,
কি ক'রে বুঝাব সেই এলো-মেলো ব্যথা,
ভাবিয়া, হারায়ে দিশে, এ-ও করি তাই !
নত আঁখি, নত মুখ, কম্পিত শরীর,
বুঝিবে কি ভিতরের, দেখিয়া বাহির ?

ওগো।

ওগো, কহিও না কথা,

এখনি ভাঙিয়া যাবে মোহ!

স'য়েছি অনেক ব্যথা,

সহিতে পারি না আর, ওহো!

লইয়া প্রাণের ধ্যান ঘুরিতেছি দেশে দেশে,

যৌবন কাটিয়া গেল প্রায়।

সে মুখের হাসি মত, সে সুরের রেস্ মত,

আজ তুমি এসেছ হেথায়!

কাহাকে দেখিতে যদি দেখে থাকি কা'কে,

সেই যদি নাহি হও তুমি!

সে যদি চলিয়া গিয়া থাকে

এ রূপের স্রোত শুধু চুমি;—

এ স্রোত না হয় যদি তেমনি গভীর,
সে সুখ-বাহিনী ;
এ কূলে না থাকে যদি সে লতা-কুটীর,
সে কাব্য-কাহিনী ;

এ সৌরভে না থাকে সে ফুল,
এ বীণায় না থাকে সে গান,
হ'য়ে থাকে বিধাতার ভুল
যদি এ রূপের মাঝ-খান !—

ভয় হয়—কহিও না কথা,
যথেষ্ট পাইয়া এই রূপ !
দেখি ব'সে সলিলের লীলা,
কাজ নাই জানিয়ে—এ সাগর, কি কূপ।

১১৫

এই পথ দিয়ে গেছে।

এই পথ দিয়ে গেছে, এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র দ্রোণ-ফুলে চরণ-অলক্ত-রেখা।
এই পথ দিয়ে গেছে, চেয়ে চেয়ে চারি দিকে,
এখনো হরিণী চেয়ে, পথ-পানে অনিমিখে।

এই পথ দিয়ে গেছে, তুলে ফুল, ছিঁড়ে শাখী,
নাড়া পেয়ে, সাড়া দিয়ে এখনো উড়িছে পাখী।
এই পথ দিয়ে গেছে, গেয়ে গেয়ে মৃদু গান,
এখনো কাঁপিছে বায়ে সেই গুঞ্জ- [illegible] ান।

এই পথ দিয়ে গেছে, ব'সে গেছে নদী-কূলে
গেঁথে গেছে ফুল-মালা, প'রে যেতে গেছে ভুলে !
এই পথ দিয়ে গেছে, কেঁদে গেছে তরু-ছায়,
এখনো সে বিন্দু-অশ্রু শিশিরে মিশে নি, হায় !

কোথায় যেতেছে চ'লে, কে মোরে বলিয়া দেয় ?
এ অশ্রু কে মুছে যাবে, এ মালা কে তুলে নেয় ?
কি তার মনের কথা, আমি ত বুঝি নে কিছু !
কে দেখেছে তার মুখ ? আমি যে র'য়েছি পিছু !

আয়, ঘুম, আয় !

আয়, ঘুম, আয় !

চেয়ে আছি সারা রাত,   বুকে দুটি দিয়ে হাত ;

দীর্ঘ-শ্বাসে বুক ভেঙে যায় ;

অশ্রু-জল কপোলে গড়ায় ।

একটি একটি ক'রে,   সুনীল আকাশ পরে,

কত তারা ফুটিল রে, হায় !

লতিকা সমীরে দুলে,   ফুল-দল পড়ে খুলে ;

তটিনী উছলি পড়ে পায় ।

আয়, ঘুম, আয় !

২

বাঁধ্ মোরে বাহু-ডোরে,   এ জগত যাক্ স'রে !

শ্রান্ত আমি, জগত-রেখায় ।

বড় শ্রান্ত চেয়ে চেয়ে,   বড় শ্রান্ত গেয়ে গেয়ে —

সুখে, দুখে, প্রেমে, কল্পনায় ।

বুকে মাথা রাখ্‌ ভুলে, অকূলে দেখা রে কূলে!
ঢাক্‌ স্নেহ-ছায়।
আয়, ঘুম, আয়!

যূথিকা শুকায়, ঢাকিস্‌ পাতায়;
ঢেকে দে আমায়।
বিষণ্ণ তারকা মেঘে দিস্‌ ঢাকা;
ঢেকে দে আমায়।
ধরণী লুকায়, তটিনী লুকায়,
তোর কুয়াসায়;
ঢেকে দে আমায়!
জগতের দূরে— তোর মেঘ-পুরে,
নিয়ে যা আমায়।
তোর ছায়া মত, স্বপ্ন-মায়া মত,
ক'রে দে আমায়।
শ্রান্ত আমি, জগত-রেখায়।

অদৃষ্ট-বালা।

শোনা হ'লো না ক কার কথা,
বোঝা গেলো না ক কার ব্যথা,—
যেন এত কথা, এত গানে!
দেখা হ'লো না ক কার মুখ,—
জগতের এত সুখ-দুখ-
প্রাণীময় সংসারের প্রাণে!

জীবনের পূরিত' সকল,
কে যদি গো আসিত কেবল!
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্নে বাকি জমাতে তরল।
—কে যদি গো আসিত কেবল!

অযতনে খ'সে পড়ে সবি !

ধরিয়া তুলিটি শুধু, ছুটো রেখা টেনে গেলে—

শূন্য-হৃদি, হ'য়ে যায় ছবি।

কোন্‌টা ধরিতে হবে, কথাটা বলিয়া গেলে—

লক্ষ্য-হারা, হয়ে যায় কবি।

কোথা সেই ফুটিয়াছে ফুল,

এ শুষ্ক তরুর !

কোথা সেই বহিছে তটিনী,

এ তপ্ত মরুর !

শীতল যূথির মৃদু বায়,

বায়ু শুধু আনিছে হেথায়

কার মুখ চুমি ?

কে আছ, কোথায় আছ তুমি !

কোথা তুমি চির মধু-মাস !

কোথা তুমি চির উষা-হাস !

বিহঙ্গম ডাকে যে প্রত্যুষে,
ডাকে কি সে বৃথায়—বৃথায় ?
ফোটে না কি তাহার আলোক,
সে ডাক্ কি বৃথা ভেসে যায় ?
জীবনের এই আধ-খানা,
পরশ-পরশাতীত আশা—
এ রহস্যে কোন অর্থ নাই ?
এ কি শুধু ভাব-হীন ভাষা ?

এ কি শুধু ভাব-হীন ভাষা ?
এই যে কথার পিছে প্রাণান্ত পিপাসা !
এই যে চাহনি কাছে,   কি অশ্রু ফুটিয়া আছে !
কি শ্বাস নিশ্বাস পাছে, দিন-রাত যোঝে !—
এই যে সুরের পরে,   কত গান হাহা করে !
কত ছবি আছে প'ড়ে, থসড়ার খোঁজে !
এ কি ভাব-হীন ভাষা, কেহ নাহি বোঝে ?

এই যে কল্পনা-শ্বাস, যেন শেফালির বাস,
থেকে থেকে ধীর বায়ে উঠিছে শিহরি !
এই যে আশার লতা কাঁপিতেছে পেয়ে ব্যথা,
নুইয়া পড়িছে মাথা, প'ড়ে ফুল ঝরি !
এই যে নীরব প্রেম, শারদ জোছনা যেন,
আপন হৃদয়-ভারে আকুল আপনি !
সুখের বাঁশরী দূরে— বাজিছে বেহাগ সুরে,
এই আছে, এই নাই, উছলিছে ধ্বনি !
এই যে দুখের বায়, ফুলবন দিয়ে যায়,
অথচ জানে না নিজে, কি দুখে বিভল !
কিছু নয়—কিছু নয়, তবে এ সকল ?

এই যে তরুর মূলে, নদীর নির্জ্জন কূলে,
দণ্ডে দণ্ডে ঘুরি ভুলে, যেন কার তরে !
গাঁথিয়া ফুলের মালা, কেহ কি করে না খেলা ?
পথিক চলিয়া যায়,—যে মালা যে করে !

এই কুটীরের দ্বারে, এই ভাঙা বেড়া-পারে,
কেহ কি বসিয়া নাই, কারো অপেক্ষায় ?
চমকি উঠিলে বায়ু, চমকিয়া চায় !

এই যে নদীর বুকে ভেসে যায় তরী,—
কেহ কি এ কূল পানে চেয়ে নাই শূন্য প্রাণে ?
ঢলিয়া পড়িছে রবি, কাঁদে না গুমরি ?

পরিত্যক্ত ভগ্ন ঘরে এ ঘর ও ঘর ক'রে
কেহ কি, কি যেন তার না পেয়ে খুঁজিয়া,—
কখন কি কেঁদে উঠে, দ্বার-পানে নাহি ছুটে,
আপনার পদ-শব্দে কাহারে বুঝিয়া ?

যায় আসে কত লোক, কাহারো কাতর চোখ
পড়িবে না মোর পরে, হবে না মিলন—
এ জীবন-হেয়ালির চরণ পুরণ !

একটি না কথা ক'য়ে, কথার না দেরি স'য়ে
অমনি বুকেতে বাঁধা—চির আলিঙ্গন!

কোথা কথাহীন ব্যথা,—কোথা তুমি—তুমি!
জোছনার মেঘ-ছায়ে, শীতল মলয় বায়ে,
সাগর লহরী-লীলা ভ্রমিছ কি তুমি?
পাখী-কণ্ঠে, মৃগ-নেত্রে, কম্পিত শ্যামল ক্ষেত্রে,
প্রভাত কমল-পত্রে র'য়েছে কি ঘুমি?
কোথা কথা-হীন ব্যথা, কোথা তুমি—তুমি!

ছাড়-ছড়া হ'য়ে কেন বেড়াইছ ভাসি!
ভাঙিয়া স্বপন-কারা, সমুখে আসিয়া দাঁড়া!
নয়ন জলেতে ভরা, ঠোঁটে ভরা হাসি!
নাহি কথা, নাহি ব্যথা, নাহি পড়ে আঁখি-পাতা,
কে যেন আঁকিয়া গেছে ভালবাসাবাসি।
চির নব সুর, রূপ, প্রাণ রাশি রাশি!

যাই—যাও।

যাই, তবে যাই।

আকুল ঝটিকা সদা ছোটে যে সমুদ্র-মুখে!

জগত কি পারে দিতে, বুকে তারে ঠাঁই?

যাই, তবে যাই।

কাটে কি তাহার বেলা, ল'য়ে লতা-পাতা-খেলা,

ল'য়ে তটিনীর ঊর্ম্মি, নারীর কুন্তল?

প্রাণে যার সদা কোলাহল!

যাই, তবে যাই।

ধূধূধূ মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে লুটাই—উড়াই!

যাই, তবে যাই।

শত মৃত-রাজ্য-কথা, শত ভগ্ন দুর্গ-গাথা

ওতপ্রোত করিতেছে হৃদয় যাহার,

সদা টুপ্ টুপ্ পায়ে পড়িবে তোমার গায়ে,
এ তার অসাধ্য কর্ম্ম—আত্মহত্যা তার ।

দাও, ছেড়ে দাও ।
কেন নিমেষের তরে মাঝ-খানে এসে প'ড়ে
চূর্ণ হ'য়ে যাও ।
যাও, যাও, যাও ।

যাও, যাও, যাও ।
আমি জগতের দূরে, তুমি জগতের পুরে,
তোমায় আমায় হবে কেমনে মিলন ?
আমার অস্তিত্ব—খেলা, যা কিছু ভাঙিয়া ফেলা !
তোমার,—আমারে চেয়ে কেবল ক্রন্দন !
তোমায় আমায় হবে কেমনে মিলন ?

শেষ।

এত দিনে বুঝিলাম,—যখন কি হবে বুঝে !

অনন্তের মাঝে আমি ছুটিতেছি অন্ত খুঁজে !

যেখানে অনন্ত স্তব্ধ,

খুঁজিতেছি সেথা শব্দ !

যেখানে অনন্ত স্বপ্ন, খুঁজিতেছি সেথা কাজ !

নাহি সুখ, নাহি শ্রান্তি,

খুঁজিতেছি সেথা ভ্রান্তি !

চড়িতেছি স্মৃতি-ভেলা, অনন্ত খেলার মাঝ !

—এত দিনে বুঝিলাম, কি হবে বুঝিয়া আজ ?

থামিয়া গিয়াছে গান,
শুইয়া প'ড়েছে প্রাণ,
টানিতে পারি না বায়ু আর আমি শ্বাস পুরে।
থেমেছে কল্পনা, ভাষা,
সুখ, দুখ, সাধ, আশা।
কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে!

কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে!
গান ত হইল শেষ,
কোথা তুমি সুর-রেস্?
সুখ দুখ হ'লো শেষ, হ'লো শেষ ক'রে ঘুরে?
উলটি পালটি পাতা,
ক্রমে শেষ হ'লো খাতা;
মুদে এলো আঁখি-পাতা, বুক গেল ভেঙে-চুরে।
কোথা তুমি, মহামূর্ত্তি, নাম যার ধরা জুড়ে?

মিছে এ কল্পনা মোর, লাগিল না কোন কাজে।
মিছে এ জোয়ার, ভাটা ;
মিছে ফোটা; খোলা কাঁটা ,
মিছে বাঁধা বাঁধা-বীণা, মিছে রঙ্ ছবি-ভাঁজে।
মিছে এ জোনাকী-রেখা,
শারদ জ্যোস্নায় লেখা ;
মিছে লঘু মেঘ-ছায়া; মধ্যাহ্ন তপন-ঝাঁজে।
মিছে এ তরুর কম্পে,
ঝটিকার ভীম ঝম্পে ;
মিছে এ ঊর্ম্মির ঘূর্ণী, তরঙ্গের রঙ্গ মাঝে।

১লা আষাঢ়, ১৪ সাল।

সমাপ্ত।